প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **সিরাজগঞ্জ**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **১০টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাচারী বাড়ি** (রবীন্দ্র কাচারী বাড়ি)		**শাহজাদপুর**	২৪°১০'৩১.৫" উ. ৮৯°৩৫'৩৮.৮" পূ.	*Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 22)*	জোড়াসাঁকোর ঠাকুর জমিদারদের বাংলাদেশে যে কয়টি বিখ্যাত স্মৃতি স্থাপনা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো শাহজাদপুরের কাচারী বাড়ি। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাবধারায় নির্মিত এই দুই তলা সুরম্য ভবনটি করতোয়া নদীর একটি খালের উত্তর পাড়ে অবস্থিত। ১৮৯০-১৮৯৫ এই সময়ে বিশ্বকবি রবীন্দনাথ ঠাকুর এখানে বসে অসংখ্য গান, কবিতা ও ছোট গল্প রচনা করেন। বর্তমানে ভবনটি বিশ্ব কবির স্মৃতি বিজড়িত স্থান হিসেবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে এবং রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
২.	**পোতাজিয়া মন্দির** (পোতাজিয়া নবরত্ন মন্দির)		পোতাজিয়া, **শাহজাদপুর**	২৪°০৯'২৫.৭" উ. ৮৯°৩৪'০৫.৬" পূ.	*Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 22)*	পোতাজিয়া মন্দির একটি নবরত্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। ধারণা করা হয় যে, এ মন্দিরটি আনুমানিক ১৭ শতাব্দীতে সম্রাট শাহজাহানের সময়কালে নির্মিত। ইট দ্বারা নির্মিত মন্দিরটির দেয়াল ফুলেল পোড়ামাটির ফলক দ্বারা সুসজ্জিত।
৩.	**শাহজাদপুর দরগাহ মসজিদ** (হযরত মখদুম মসজিদ)		**শাহজাদপুর**	২৪°১০'৩৯.৭" উ. ৮৯°৩৬'২১.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২	শাহজাদপুর দরগাহ মসজিদ শাহজাদপুর উপজেলা পরিষদ থেকে প্রায় ১ কি:মি: পূর্বে বাঙ্গালী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। সুলতানী আমলে পনের শতকে প্রখ্যাত সুফীসাধক মখদুম শাহদ্দৌলা কর্তৃক এ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বহুগম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদের তিন সারিতে পাঁচটি করে মোট পনেরোটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। এ মসজিদ কিবলা কোঠা দেওয়ালের লম্বে, পাঁচটি স্তম্ভপথে (‘বে’) এবং উত্তর-দক্ষিণে তিনটি স্তম্ভপথে (‘আইল’) বিভক্ত। বর্গাকার নিম্নভাগ থেকে গম্বুজ স্থাপনের জন্য বৃত্ত নির্মিত হয়েছে উপরে পেন্ডেন্টিভের মাধ্যমে। স্তম্ভগুলি মোটামুটি অষ্টভুজাকৃতির এবং এগুলির ভিত ও ক্যাপিটালও বর্গাকৃতির। পশ্চিম দেওয়ালে রয়েছে চারটি অন্তঃপ্রবিষ্ট মিহরাব। স্থানীয় মসজিদ কমিটি কর্তৃক আধুনিকায়নের ফলে মসজিদের আদি বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**হযরত মখদুম শাহদ্দৌলা এর মাজার শরীফ**	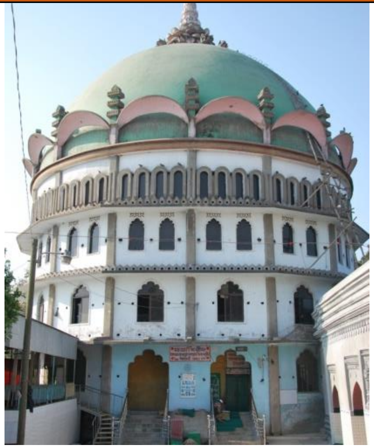	**শাহজাদপুর**	২৪°১০'৩৯.০" উ. ৮৯°৩৬'২১.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২	শাহজাদপুর দরগাহ মসজিদ কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে হযরত মখদুম শাহদ্দৌলা এর সমাধি অবস্থিত। জনশ্রুতি রয়েছে তিনি ইয়ামেন থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য সঙ্গী-সাথীসহ এ স্থানে আগমন করেন। মখদুম শাহদ্দৌলা বাংলার আউলিয়া-দরবেশদের মধ্যে খুবই পরিচিত ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব।
৫.	**হযরত মখদুম শাহদ্দৌলা এর ওস্তাদ শামছুদ্দিন তাবরিজি এর মাজার শরীফ**		**শাহজাদপুর**	২৪°১০'৪০.০" উ. ৮৯°৩৬'২২.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২	শামছুদ্দিন তাবরিজি এর সমাধি দরগাহ মসজিদ সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য তিনি ইয়েমেন থেকে হযরত মখদুম শাহদ্দৌলা এর সাথে এ স্থানে আগমন করেছিলেন। সমাধিটি অক্টাগোনাল ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত।
৬.	**নবরত্ন মন্দির** (হাটিকুমরুল নবরত্ন মন্দির)	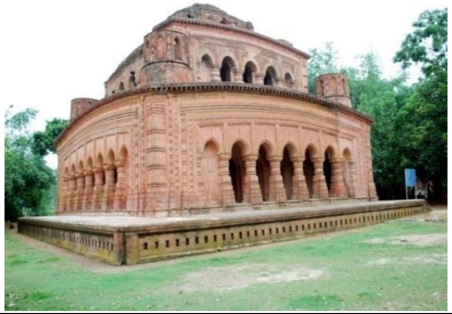	হাটিকুমরুল, **উল্লাপাড়া**	২৪°২৫'৫৮.৪" উ. ৮৯°৩৩'১০.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৪ অক্টোবর ১৯৯০ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৪০৯)	তিনতলা বিশিষ্ট বর্গাকার এ মন্দিরটি পোড়ামাটির ফলকসমৃদ্ধ নয়টি চূড়া দ্বারা সুশোভিত ছিল। জনশ্রুতি রয়েছে জনৈক রামনাথ ভাদুড়ী মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে এই মন্দিরটি নির্মান করেছিলেন। এ মন্দিরটি প্রায় দিনাজপুর জেলার কান্তজিউ মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত। চারদিকে টানা বারান্দাসহ মধ্যস্থলে উপাসনা কক্ষটি বেশ বড়। মন্দিরে সর্বমোট ৯টি চূড়া ছিল যা পরবর্তীতে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার চূড়া প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। মন্দিরে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। ঐতিহাসিকদের মতে মন্দিরটি খ্রিস্টীয় ১৭-১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত একটি নবরত্ন মন্দির।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	**বাংলা ঘর (বাংলা মন্দির)**	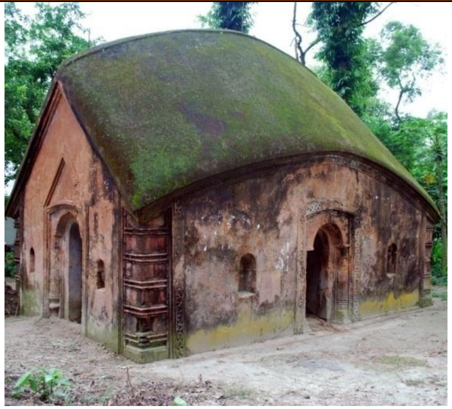	হাটিকুমরুল **উল্লাপাড়া**	২৪°২৬'০০.৪" উ. ৮৯°৩৩'১০.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৪ অক্টোবর ১৯৯০ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৪০৯)	হাটিকুমরুল নবরত্ন মন্দির কমপ্লেক্সের ভিতরে এই মন্দিরটি অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা মন্দিরটি বাংলার চালা স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করে দোচালা ঘরের আকারে নির্মিত। স্থানীয়ভাবে এটি বাংলা ঘর নামে পরিচিত।
৮.	**ছোট শিব মন্দির**		হাটিকুমরুল **উল্লাপাড়া**	২৪°২৫'৫৯.৭" উ. ৮৯°৩৩'১১.১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল ১৯৮৭ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৯৯)	উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত ছোট শিব মন্দির হাটিকুমরুল নবরত্ন মন্দির কমপ্লেক্সের ভিতরে অবস্থিত। অষ্টাকোণাকৃতি এই মন্দিরটি ভূমি থেকে উপরে ক্রমশ সরু হয়ে উঠে গেছে এবং এটির ছাদ একটি অষ্টাকোণাকৃতি গম্বুজ দ্বারা আবৃত।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯.	**বড় শিব মন্দির**		হাটিকুমরুল **উল্লাপাড়া**	২৪°২৫'৫৪.৯" উ. ৮৯°৩৩'০৬.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল ১৯৮৭ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৯৯)	নবরত্ন মন্দির থেকে আনুমানিক ১৮৫ মি দক্ষিণ-পশ্চিমে এই মন্দিরটি অবস্থিত। স্থানীয়রা এটাকে বড় শিব মন্দির বলে থাকে। উঁচু ইটের পাকা বেদীর উপর বর্গাকারে এ মন্দিরটি নির্মিত। চৌচালা বাঁকা ছাদ ও বাঁকা কার্ণিশ বিশিষ্ট মন্দিরটির পূর্ব দিকে একটি দরজা রয়েছে। মন্দিরের বহির্ভাগ ও অভ্যান্তরের দেয়ালে চুন-সুরকির পরেস্তারা রয়েছে। জানা যায় পূর্ব দিকের দেয়ালের গায়ে একটি পাথরের লিপি ফলক ছিল যা বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।
১০.	**বিরাট রাজার বাড়ী ও পাশ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত পুরাকীর্তি**		ক্ষীরতলা **রায়গঞ্জ**	-	বাংলাদেশ গেজেট ০১ অক্টোবর ১৯৮৭	বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়কের নিমগাছী বাসস্ট্যান্ড হতে প্রায় ৬ কি.মি. পশ্চিমে নিমগাছী নামক স্থানে অনেকগুলো ঢিবি এবং বড় বড় দীঘি রয়েছে। ঢিবি গুলোর মধ্যে পাশাপাশি দু'টি ঢিবির একটি ঢিবি বিরাট রাজার বাড়ী নামে খ্যাত। ঢিবিদ্বয়ের স্থানে স্থানে দেয়ালের অংশবিশেষ উন্মুক্ত দেখা যায়। এ দু'টি ঢিবিতে প্রাচীন কোন মন্দির বা স্তুপের ধ্বংবাসশেষ লুকায়িত আছে বলে অনুমিত। এ দু'টি ঢিবি ও এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা দৃষ্টে স্পষ্ট ধারণা হয় যে, একদা এখানে একটি প্রাচীন জনবসতি গড়ে উঠেছিল।